কষ্টের ভেতর রাহমাত আছে

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্ মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

মানবজাতি পুনরুত্থান (বিচার দিবস) ভূলে গেছে এবং ভাবে যে পৃথিবী এভাবেই চলতে থাকবে চিরজীবন। যদিও বাস্তবে মানুষ বাঁচে ৬০ বছর, ৭০ বছর অথবা ধর ১০০ বছর এবং শেষ পর্যন্ত চলে যায় [এই পৃথিবী থেকে]। তারা কিয়ামাতের জন্য চলে যায়। যেহেতু আজকের মানুষেরা আখিরাত ভূলে যায়, ভীতি তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে যখনই কোন কিছু এই পৃথিবীতে তাদের আরামকে বিঘ্নিত করে। তারা চিন্তা এবং চেঁচামেচি করতে শুরু করে, "আমাদের কি হবে? আমরা কোথায় দৌঁড়াবো?" তারা বলে, "আমাদের কি এখানে ছোটা উচিত নাকি আমাদের সেখানে ছোটা উচিত?" আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) বলেনঃ

يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ

"ইয়াকুলুল ইনসানু ইয়াওমা'ইযিন আইনাল মাফার" (সুরাহ কিয়ামাহঃ১০)। "মানবজাতি সেদিন বলবে, "কোথায় পালাবো"? তিনি পুনরুত্থানের কথা বলছেন, কিন্তু আজকের দিনে পুনরুত্থানের আগেই মানুষ এই অবস্থায় পতিত হচ্ছে।

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) বলেনঃ

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

"ইলা রাব্বিকা ইয়াওমা'ইযিনিল মুস্তাকার"। "সেদিন দাঁড়ানোর জায়গা শুধুমাত্র তোমার প্রভুর সম্মুখে" (সুরাহ কিয়ামাহঃ১২)। তুমি যাবে তোমার প্রভুর সামনে। তোমার উচিত উনাতে আশ্রয়ের সন্ধান করা যেন তুমি স্বস্তি পেতে পারো। দৌঁড়ানোর কোন জায়গা নেই।

সবকিছুতেই প্রজ্ঞা এবং উপকার আছে। কষ্টের ভেতর দিয়ে না গেলে মানবজাতি আখিরাত বা কিয়ামাতও স্মরণ করে না অথবা আল্লাহ্র আদেশও মান্য করে না। অতএব, এই দিনগুলোও আল্লাহ্র রাহমাত লোকদের জন্য। যদি তুমি প্রশ্ন কর, "কষ্টের দিনগুলো কিভাবে রাহমাত হতে পারে?" তুমি সেই দিনগুলোতে আল্লাহ্ স্মরণ কর।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

আমরা এই পৃথিবীর জন্য আসিনি। আমরা আখিরাতের জন্য এসেছি, আমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার জন্য এসেছি। আমরা এই যুগে পৌঁছেছি, আমরা অনেক যুদ্ধের এবং খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছি এবং আমরা আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা দেখেছি। যুদ্ধ চলাকালীন মানুষ সবসময়ই 'আল্লাহ্' বলে এবং উনাকে স্মরণ করে এবং মাসজিদ পরিপূর্ণ থাকে। যুদ্ধের পরে আবার তারা সব ছেড়ে দেয়।

আমরা লেবাননে ছিলাম সেখানে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে। সাইপ্রাসেও একই ব্যাপার। আমরা জানি সাইপ্রাস বাসীরা আগে কেমন ছিল। সংখ্যায় তারা এখনকার এক পঞ্চমাংশও ছিল না কিন্তু সাইপ্রাস বাসীরা মাসজিদ ভর্তি রাখত। আজ তারা তুরস্ক থেকে এসে সংখ্যায় পাঁচগুণ হয়েছে। তখন ('৭৪ এর গ্রীক-সাইপ্রাস যুদ্ধের সময়) যদি ১০০,০০০ লোক ছিল তাহলে এখন আছে ৫০০,০০০, কিন্তু মাসজিদ ভর্তি হয় না, খালি থাকে। তাই এটা আল্লাহ্‌র সাবধানবাণী কিন্তু মানুষ বোঝে না। তোমাদের আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা প্রয়োজন যখন আরামে আছো তখনও।

আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) কিছু কষ্ট দেন যেন তুমি কাউকে গালি না দাও বা কারও সাথে রাগান্বিত না হও। এমন ভাবো যে, "এটি আল্লাহ্ হতে একটি সাবধানবাণী আমাদের কর্মকান্ডের প্রত্যুত্তরে", এবং এটিকে একটি উপদেশ হিসেবে গ্রহণ কর। কোন মানুষের ভেতরে কারণ খুঁজতে যেও না। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর কারণ। আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম এবং আল্লাহ্ই কারণ তৈরী করেন। অতএব, আবার তুমি আল্লাহ্‌কে ভূলে যাবে যদি কোন মানুষের উপর দোষ চাপাও! আল্লাহ্‌র দিকে ফেরো এবং আল্লাহ্ আশ্রয় খোঁজ যেহেতু আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন আশ্রয় নেই। তিনিই আশ্রয়স্থল এবং তিনিই এই কষ্টগুলো দিচ্ছেন। তিনি কষ্ট অনুযায়ী পুরস্কৃত করবেন যদি তোমরা উনাকে মনে রাখো।

নাহলে তোমরা কষ্টে থাকবে যদি উনাকে মনে না রাখো আর অন্যদেরকে দোষ দিবে। তা তোমার জন্য কোন লাভ বা উপকারে আসবে না। বরং তুমি যদি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় সন্ধান কর এবং বল, "এই কষ্টগুলো আল্লাহ্ হতে এসেছে, আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমাদের পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে", তাহলে আল্লাহ্‌র তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। আখিরাতে যখন মানুষ তাদের সব কষ্টের জন্য পুরস্কার লাভ করবে তখন তারা বলবে, "আমি আরও বেশি কষ্ট পেলে ভালো হত"।

অতএব, বিশ্বাসী হওয়া এবং ঈমান রাখা অনিন্দ্য সুন্দর জিনিস। মানুষেরা স্বস্তি পায় যখন সেই ঈমান থাকে। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে ঈমান দান করুন এবং এসব দুর্দশা থেকে নিরাপদ রাখুন। আল্লাহ্ যেন এই দেশটিকেও নিরাপদ রাখেন ইনশাআল্লাহ।

ওয়া মিন আল্লাহ্ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২৫ ডিসেম্বার ২০১৬ / ২৫ রাবিউল আউয়াল ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।